থ্রি লা র উ প ন্যা স

আজমেরী

ভূ মি কা

আজমেরী–একটি গল্প, যেখানে রহস্য, প্রেম আর অন্ধকার একসূত্রে গাঁথা। আজমেরীর জীবন এক দেখার মতো সুন্দর, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে আছে এমন কিছু প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে সে বারবার হারিয়ে যায় নিজের ভেতর। বাবার নিঃশব্দ ভালোবাসা, মায়ের কঠোর শাসন, আর নিজের অজানা ভয় তাকে এক অন্যরকম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।

আজমেরীর চারপাশের মানুষগুলো কি আসলেই যেমন তারা দেখায়? নাকি প্রতিটি হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গভীর অন্ধকার? একদিন, একটি ঘটনা তার জীবনের সবকিছু বদলে দেয়–যা সত্য মনে হচ্ছিল, তা কি আদৌ সত্য? নাকি এটি একটি ধোঁয়াশা, যার ভেতরে লুকিয়ে আছে এমন কিছু, যা সে কল্পনাও করতে পারেনি?

এই উপন্যাস শুধু আজমেরীর গল্প নয়, এটি মানুষের মনের গভীর অন্ধকার, বিশ্বাসঘাতকতা আর অপ্রকাশিত সত্যের এক পর্দা উন্মোচন। প্রতিটি অধ্যায়ে লুকিয়ে আছে নতুন রহস্য, প্রতিটি বাক্যে জমা আছে এক অজানা আকর্ষণ।

আজমেরী আপনাকে এমন এক জগতে নিয়ে যাবে, যেখানে প্রেম, ভয়, আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। আপনি কি প্রস্তুত আজমেরীর সঙ্গে এই রহস্যময় যাত্রায় অংশ নিতে?

আজমেরী দেখতে যেন একেবারে অসাধারণ। তার চোখ দুটো ডাগর ডাগর, যেন মেঘলা আকাশের নিচে জ্বলজ্বল করা দুটি জোছনার টুকরো। তার নাক খাড়া, একদম ভাস্কর্যের মতো নিখুঁত। আর তার চুল, যেন বনলতা সেনের মতো সুনিপুণ এক সৃষ্টি। সেই চুল যখন বাতাসে উড়ে, মনে হয় যেন বুনো ঝড় বইছে, যার গতি শুধু রূপের প্রশংসা করতেই থেমে যায়। আজমেরীর রূপের এমন গভীরতা যে কেউ একবার দেখলে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে থাকতে পারে না। আজমেরী যত বড় হচ্ছে, বয়স যত বাড়ছে, তার রূপ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ঠিক আগুনের মতো ঝলসে উঠছে তার সৌন্দর্য, যা সবাইকে অবাক করে। আজমেরী এখন সবে পনেরো। তার এই বয়সে এমন রূপ যা সাধারণত কল্পনায় দেখা যায়, বাস্তবে নয়। সে যখন শাড়ি পরে, তখন তাকে একেবারে পরীর মতো লাগে। শাড়ি পরা তার এই সৌন্দর্য যেন পুরো গ্রামের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সবাই বলে, এমন রূপ তাদের গ্রামে আগে কখনো দেখা যায়নি।

আজমেরীর বাবা ফজলুল মিয়া। তিনি একজন সহজ-সরল মানুষ, পেশায় মাছ ধরেন। তার দিন শুরু হয় ফজরের

আজানের সময়। তখন ঘুম থেকে উঠে তিনি জাল টাল গুছিয়ে পদ্মা পাড়ে রওনা দেন। তার এই জীবনযাত্রা যেন নদীর মতোই শান্ত আর নিরবচ্ছিন্ন। পদ্মার পাড় তার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদীর ধারে বসে জাল ছুঁড়ে মাছ ধরতে তার যে আনন্দ, সেটাই তার জীবনের মূল ভিত্তি। ফজলুল মিয়া খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন, কিন্তু তার মেয়ে আজমেরীর রূপ তাকে এক অন্যরকম গর্বিত অনুভূতি দেয়। তিনি প্রায়ই বলেন, 'আমার মেয়ে শুধু সুন্দর নয়, সে ভালো মন নিয়েও জন্মেছে। আমার আজমেরী একদিন বড় কিছু করবে।'

আজমেরীর জীবন অনেকটা একা একা কাটে। তার কোনো বান্ধবী নেই, কারণ সে একা থাকতে পছন্দ করে। অন্য মেয়েরা যখন দল বেঁধে গল্পগুজব করে, আজমেরী তখন একা নদীর ধারে হাঁটে। বিকেল হলেই সে আর ঘরে থাকতে পারে না। তার মন ছুটে যায় বাইরে। নদীর পাড়ে গিয়ে বসা, গাছের ছায়ায় শুয়ে আকাশ দেখা, কিংবা হাওয়ায় চুল উড়িয়ে হাঁটা–এসবই তার প্রিয় সময় কাটানোর উপায়। সে মনে করে, প্রকৃতি তার সেরা বন্ধু।

আজমেরী প্রকৃতিকে এতটাই ভালোবাসে যে, প্রতিটি বিকেলে সে পদ্মা পাড়ে গিয়ে বসে। সেখানে বসে সে কখনো নদীর ঢেউ গোনে, কখনো আকাশের রঙ বদলানো দেখে। সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন সেই আলো তার চুলে পড়ে এক সোনালি আভা তৈরি করে। এই দৃশ্য দেখলে মনে হয়, প্রকৃতি নিজে যেন তার রূপকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলছে।

আজমেরী কথা কম বলে। তার কথা বলা একেবারেই শান্ত। কিন্তু তার চাহনিতে এমন এক গভীরতা আছে, যা অনেক কিছু বলে দেয়। তার চোখের ভাষা যেন মনের কথা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট। গ্রামে অনেকেই তাকে নিয়ে কথা বলে। কেউ কেউ বলে, 'আজমেরী অদ্ভুত সুন্দর। ওকে দেখলে মনে হয়, কোনো গল্পের চরিত্র।' আবার কেউ বলে, 'ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত মাধুর্য আছে, যা সহজে চোখে পড়ে না।'

আজমেরীর মা প্রায়ই তাকে নিয়ে চিন্তা করেন। তিনি বলেন, 'আজমেরী, তুই তো এত চুপচাপ থাকিস। তোর বন্ধু বান্ধবী নেই কেন?' আজমেরী মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'মা, প্রকৃতি আমার সেরা বন্ধু। আমি যখন নদীর পাড়ে বসে থাকি, তখন মনে হয় আমি পৃথিবীর সব আনন্দ পেয়ে গেছি।' তার মায়ের চোখে তখন এক ধরনের বিস্ময় দেখা যায়। তিনি ভাবেন, তার মেয়েটা কেমন করে এত গভীর চিন্তা করতে শিখল।

আজমেরীর এই একা থাকার অভ্যাস তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। সে কখনো কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। তার নিজের জগত আছে, যেখানে সে একা একাই সুখ খুঁজে নেয়। সে মনে করে, মানুষে মানুষে মনের মিল না হলে বন্ধুত্ব বৃথা। তাই সে প্রকৃতির সঙ্গেই বেশি মিশে থাকে।

আজমেরীর এই একাকীত্ব সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন এক আত্মবিশ্বাস আছে, যা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। সে জানে, কীভাবে নিজের জীবনকে গুছিয়ে নিতে হয়। তার মধ্যে কোনো অহংকার নেই। সে খুব সহজ-সরল মনের একজন মেয়ে।

গ্রামের ছেলেরা প্রায়ই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আজমেরী এসবের কিছুই নিয়ে ভাবে না। তার মন শুধু প্রকৃতির দিকে। সে নদীর ধারে বসে যখন বাতাসের শব্দ শোনে, তখন মনে হয়, সে কোনো অন্য জগতে চলে গেছে। তার চুলে বাতাসের খেলা, তার চোখে নদীর জল–সবকিছু মিলিয়ে সে যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

আজমেরীর জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা তাকে নতুন কিছু শিখিয়ে যায়। একদিন সে নদীর ধারে বসে ছিল, তখন এক বৃদ্ধ এসে তার পাশে বসে বলে, 'মা, তোর রূপ দেখে মনে হচ্ছে, তুই কোনো রাজার মেয়ে। তুই এখানে কেন? শহরে গিয়ে তোকে রাজকন্যার মতো লাগবে।' আজমেরী হেসে বলল, 'দাদু, আমি এই গ্রামেই খুশি। শহরের জাঁকজমক আমার ভালো লাগে না।' বৃদ্ধ তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলল, 'তুই সত্যিই আলাদা। তোর মতো মেয়ে খুব কম দেখা যায়।'

আজমেরীর এই সহজ-সরল কথাবার্তা আর জীবনযাপন তাকে সবার থেকে আলাদা করে তুলেছে। তার জীবনযাত্রার প্রতিটি অংশে এক ধরনের স্নিগ্ধতা আছে। সে জানে, কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। তার এই জীবনধারা তাকে শুধু সুন্দর নয়, আরও বেশি গভীর করে তুলেছে।

আজমেরী যখন পুকুরপাড়ে হাঁটে, তখন তার পায়ের শব্দে একটা সুর সৃষ্টি হয়। পুকুরের জল তার প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে, আর পাখিরা যেন তার জন্য গান গায়। তার এই সৌন্দর্য আর সহজাত গুণাবলি তাকে অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা করে তুলেছে।

আজমেরীর বাবা ফজলুল মিয়া প্রায়ই বলেন, 'আমার মেয়ের মতো মেয়ে যদি সব পরিবারে থাকত, তবে পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যেত।' তার এই কথার মধ্যে এক ধরনের গর্ব আর ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। আজমেরী বাবার এই কথায় মৃদু হেসে বলে, 'বাবা, আমি তো তোমার মেয়ে। তোমার কাছ থেকেই তো সব শিখেছি।'

আজমেরীর জীবন শুধু তার নিজের নয়, সে তার চারপাশের সবার জীবনে এক নতুন আলো এনে দিয়েছে। তার এই সৌন্দর্য আর সহজ সরলতা তাকে প্রকৃতির এক আশীর্বাদে পরিণত করেছে। সে যেন ধরণীর মাটিতে প্রকৃতির এক নিখুঁত শিল্পকর্ম, যা দেখলে মনে হয়, ঈশ্বর নিজ হাতে এঁকেছেন।

আজমেরীর সৌন্দর্য যেন এক রহস্যময় জগত, যা কোনো শব্দ বা কল্পনার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। তার চোখ দুটো গভীর কালো, ডাগর ডাগর, যা দেখে মনে হয় যেন কোনো নিখুঁত শিল্পীর আঁকা দুটি আঁখি। সেই চোখের তারায় এমন এক মায়া, যা দেখে কারো মন যদি একবার ডুবে যায়, তবে তা আর সহজে বের হতে পারে না। তার চোখের পলক পড়ার সময়টুকুও যেন সময় থেমে যায়। তার নাক খাড়া, এতটাই নিখুঁত যে মনে হয় কোনো ভাস্কর শিল্পীর নিখুঁত স্পর্শ লেগেছে সেখানে। তার ঠোঁট দুটি গোলাপের পাপড়ির মতো কোমল, যা মৃদু হাসির মাধ্যমে আরো মোহনীয় হয়ে ওঠে।

তার চুল যেন রাতের আকাশের মতো ঘন কালো, যা কোমরের নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। চুলে বাতাসের ছোঁয়া লাগলেই মনে হয় কোনো সুরেলা সিম্ফনির ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে। সেই চুল খোলা রেখে যখন সে নদীর ধারে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তার গায়ের রঙ মেঘমুক্ত আকাশের মতো উজ্জ্বল, যা সূর্যের আলোয় সোনালি আভায় ঝলমল করে। তার ত্বকের মসৃণতা এমন যে তা ছুঁতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের গভীরতাকে স্পর্শ করা যেন কোনো নিষিদ্ধ সাধনার মতো।

আজমেরীর হাসি এমন, যা অন্ধকারে আলো এনে দিতে পারে। তার হাসির মধ্যে একধরনের সরলতা আর গভীরতা আছে, যা মানুষের মনের সমস্ত বিষাদকে মুছে দিতে পারে। তার গলার স্বর মৃদু, যেন স্নিগ্ধ নদীর কলতান। যখন সে কথা বলে, তখন মনে হয় প্রকৃতি নিজেই তার কণ্ঠে কথা বলছে।

তার চলাফেরা এমনই মোহনীয় যে মনে হয় প্রতিটি পদক্ষেপ যেন কোনো নৃত্যশিল্পীর নিখুঁত তাল। তার শরীরের গঠন একেবারে অপরূপ–তার প্রতিটি অঙ্গ যেন মনের গভীর থেকে আঁকা। শাড়ি পরলে তার কোমল দেহাবয়ব এমনভাবে ফুটে ওঠে যে তাকে দেখে মনে হয় কোনো রাজকন্যা। তার চলার সময় শাড়ির আচল যখন বাতাসে দুলতে থাকে, তখন মনে হয় কোনো স্নিগ্ধ ফুল বাতাসে নাচছে।

তার গলার নিচে এক হালকা তিল আছে, যা তাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। তার ঘাড় লম্বা এবং সূক্ষ্ম, যেন রাজহাঁসের মতো সৌন্দর্যময়। তার হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা এবং সরু, যা দেখে মনে হয় সেগুলো কোনো বাদ্যযন্ত্রের তারে সুর তুলতে প্রস্তুত। তার পায়ের নুপুরের শব্দ যেন প্রকৃতির একটি নিজস্ব সঙ্গীত।

তার হাসিতে, তার চাহনিতে, তার প্রতিটি ভঙ্গিমায় এমন এক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, যা কোনো মানুষ কিংবা প্রকৃতির সৃষ্টির থেকেও বেশি মোহনীয়। আজমেরীর সৌন্দর্য শুধু বাইরের নয়, তার ভেতর থেকেও ঝলমল করে, যা প্রকৃত সৌন্দর্যের নিখুঁত সংজ্ঞা।

আজমেরীর সৌন্দর্য এমন এক রহস্যময় কাব্য যা উপমা দিয়ে বুঝানো কঠিন। তার চোখ দুটো যেন গভীর রাতে সমুদ্রের ঢেউ, অন্ধকারে ঝলমল করা দুটি নক্ষত্রের মতো। চোখের পাপড়িগুলো দীর্ঘ, যখন সে চোখের পলক ফেলে তখন মনে হয় রাতের আকাশে চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। তার চোখের মায়াবী দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন পুরো পৃথিবী থেমে গেছে, সময় স্থির হয়ে আছে। তার দৃষ্টি কারো দিকে পড়লে সেই মানুষ তার মনের সমস্ত অব্যক্ত কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

তার নাক খাড়া এবং সুচালো, যা তার মুখের গঠনকে আরও নান্দনিক করে তুলেছে। সেই নাক দেখে মনে হয় এটি যেন প্রকৃতির সেরা কারিগরের নিখুঁত একটি সৃষ্টি। তার ঠোঁট দুটি গোলাপের পাপড়ির মতো কোমল, একদম মসৃণ। তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি সবসময় খেলে বেড়ায়, যা দেখে মনে হয় কোনো ফুল একটু আগে মাত্র ফুটেছে। তার হাসির সেই সৌন্দর্য এতটাই মায়াবী যে তা যে কোনো অন্ধকার মুহূর্তকে আলোতে ভরিয়ে দিতে পারে।

তার চুল এত দীর্ঘ এবং কালো যে মনে হয় এটি রাতের আকাশ, যেখানে কোনো তারা নেই। চুলের ঘনত্ব এমন যে সূর্যের আলোও তার ভেতরে ঢুকতে পারবে না। বাতাস যখন তার চুলে খেলে যায়, তখন মনে হয় কোনো অজানা সুর বেজে উঠছে। তার চুল খোলা রাখলে সে যেন কোনো রূপকথার রাজকন্যা, আর যদি বেণি বাঁধে তবে মনে হয় কোনো গ্রামীণ সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক।

তার গায়ের রঙ দুধের মতো উজ্জ্বল। তার ত্বকের মসৃণতা এমন যে তা দেখে মনে হয় যেন নবজাত শিশুর কোমল ত্বক। তার গায়ে সূর্যের আলো পড়লে ত্বকে একধরনের সোনালি আভা তৈরি হয়, যা তার সৌন্দর্যকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তোলে। রাতে চাঁদের আলো তার গায়ে পড়ে, তখন মনে হয় তার পুরো শরীর আলোর ফুলে ঢাকা। তার গলার কাছে একটি ছোট্ট তিল আছে, যা তার সৌন্দর্যের সঙ্গে একধরনের রহস্য যোগ করেছে।

তার হাতের গড়ন অপূর্ব। আঙুলগুলো লম্বা, সরু এবং মসৃণ। তার নখগুলো গোলাপি আভাযুক্ত এবং নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন। তার হাত যখন কোনো কিছু স্পর্শ করে, তখন মনে হয় সেই বস্তুটিও যেন তার স্পর্শে আরও মায়াবী হয়ে উঠেছে। তার পায়ের গঠন যেন কোনো ভাস্কর্যের মতো নিখুঁত। পায়ের নুপুর যখন বাজে, সেই শব্দে মনে হয় প্রকৃতি নিজে সঙ্গীত তৈরি করছে।

তার চলাফেরা এমন যে প্রতিটি পদক্ষেপে একধরনের মাধুর্য থাকে। তার হাঁটার সময় তার শরীরের ভঙ্গিমা এতটাই মোহনীয় যে মনে হয় প্রকৃতি তার জন্য এক বিশেষ ছন্দ তৈরি করেছে। তার গলার স্বর এমন স্নিগ্ধ যে তা শুনলে মনে হয় কোনো শান্ত নদীর কলকল ধ্বনি শুনছি। যখন সে কথা বলে, তখন মনে হয় তার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সুর মিশে আছে।

আজমেরীর সৌন্দর্য শুধু তার শারীরিক গঠনে সীমাবদ্ধ নয়। তার অভিব্যক্তিতে, তার মৃদু হাসিতে, তার চাহনিতে এমন এক গভীরতা আছে, যা তার সৌন্দর্যকে আরও অনন্য করে তুলেছে। তার হাসি এমন যে কারো মন খারাপ থাকলেও তা মুহূর্তে মুছে যাবে। তার চাহনিতে এমন এক শক্তি আছে, যা মানুষকে তার দিকে টেনে নেয়।

তার শাড়ি পরার ভঙ্গি আরও আলাদা। শাড়ি পরলে মনে হয় তার শরীরে একধরনের আলো জ্বলজ্বল করছে। শাড়ির আঁচল যখন বাতাসে দুলতে থাকে, তখন মনে হয় কোনো কবিতা লিখা হচ্ছে। তার গলায় যদি কোনো গয়না থাকে, তবে সেই গয়নাগুলোও যেন তার সৌন্দর্যের সামনে ম্লান হয়ে যায়। তার কোমরে শাড়ি এমনভাবে জড়ানো থাকে যে তার শরীরের সৌন্দর্য আরও বেশি ফুটে ওঠে।

গ্রামের পুকুরপাড়ে যখন সে বসে, তখন তার প্রতিচ্ছবি জলেও যেন ঠিক একই রকম মোহনীয় লাগে। জল তার সৌন্দর্যের প্রতিফলনে আরও মায়াবী হয়ে ওঠে। পুকুরের মাছগুলো তার ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর বাতাস তার গায়ে লেগে নিজের সৌভাগ্য মনে করে।

তার সৌন্দর্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো তার চোখের ভাষা। সে কোনো কথা না বলেও অনেক কিছু বলতে পারে। তার চোখে এমন এক রহস্য লুকিয়ে আছে, যা কেউ বুঝতে পারে না। তার চোখের ভাষায় কখনো ভালোবাসা, কখনো মায়া, কখনো গভীর চিন্তা প্রকাশ পায়।

আজমেরীর সৌন্দর্য কেবল তার রূপেই নয়, তার চলাফেরা, তার ব্যক্তিত্ব এবং তার আচরণেও বিরাজ করে। তার মধ্যে এমন এক মাধুর্য আছে, যা তাকে অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা করে। প্রকৃতি যেন তাকে বিশেষভাবে তৈরি করেছে, যাতে তার সৌন্দর্য শুধু চোখে নয়, মনের গভীরেও দাগ কাটে।

তার সৌন্দর্যের কথা যদি কেউ একবার শোনে, তবে তা ভুলে যাওয়া কঠিন। তার এই সৌন্দর্য শুধুমাত্র দেখার জন্য নয়, অনুভব করার জন্য। তার প্রতিটি ভঙ্গিমা, প্রতিটি চাহনি, প্রতিটি হাঁটার ধরণ–সবকিছুতেই এমন এক গভীরতা রয়েছে, যা সহজে ধরা পড়ে না।